দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5.11.77 ... পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 7 ...

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাঃ ডঃ খুদার অবদান

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস যাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় সদ্য পরলোকগত বিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই খুদা তাঁদের অন্যতম। তিনি আজীবন মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চার বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন, দীর্ঘকাল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা করেছেন, লিখেছেন অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য বাংলাভাষায় অনুবাদ করার উদ্যোগ যাঁরা নিয়েছেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনার দুরূহ কাজে যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, কুদরত-ই-খুদা ছিলেন তাঁদের পুরোধা।

বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডক্টর খুদা দীর্ঘকাল আগেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সুদীর্ঘকালের শ্রম ও সাধনায় তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। ১৯৪৬ সালেই বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর 'বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী' শীর্ষক একটি গ্রন্থ কলকাতায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি বাংলা ভাষায় 'জৈব রসায়ন' নামে চারখন্ড পুস্তক প্রকাশ করেন। গত প্রায় পঁচিশ বছর ডক্টর কুদরত-ই-খুদা বাংলা ভাষায় একনিষ্ঠভাবে বিজ্ঞান-চর্চা করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে তিনি অবসর জীবনে বিজ্ঞানবিষয়ক উচ্চশিক্ষার জন্যে পঁচিশটিরও বেশি পাঠ্যবইয়ের পান্ডুলিপি বাংলা ভাষায় তৈরি করেছেন। এসব পান্ডুলিপি

পর্যবেক্ষক

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পক্ষে খুবই সহায়ক হবে। বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যও বাংলা ভাষায় বহু খন্ডে অনেক গ্রন্থের পান্ডুলিপি রেখে গেছেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে ডক্টর কুদরত-ই-খুদার শ্রম, সাধনা ও অবদানের মূল্যায়ণ করতে হলে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস ও মুসলমানদের সাধনার পটভূমিকার দিকে স্বভাবতই ফিরে তাকাতে হবে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্য খুব বেশি দিনের নয়। বাংলা গদ্যের বয়স যদিও দুশো বছরের বেশি, তবুও বাংলা ভাষায় দর্শন বিজ্ঞানের চর্চার ইতিহাস দুশো বছরের নয়। যতদূর জানা যায়, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার শুরু প্রয়োজনের খাতিরে—পাঠ্যপুস্তক রচনা ব্যাপদেশে। এবং এ ব্যাপারেও প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবীদার বিদেশী ইংরেজ। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্য বই সরবরাহের উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ও ভারতীয় নাগরিকের উদ্যোগে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতায় স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির উদ্যোগেই প্রথম প্রকাশিত হয় রবার্ট মে প্রণীত বাংলা গণিত।

স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগেই পরে বাংলা ভাষায় অন্যান্য শাস্ত্র-সম্পর্কিত বইও প্রকাশিত হয়, এবং এভাবেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার শুরু। পরবর্তীকালে বহু বাংলা ভাষাভাষী প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী, দার্শনিক পন্ডিত ও সৃজনধর্মী সাহিত্যিক বিজ্ঞান বিষয়ক বই ও অন্যান্য রচনায় বাংলা সাহিত্যভান্ডার সমৃদ্ধ করে তোলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত চলেছে এই ধারা। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায় প্রমুখের অবদানের কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু বিশ্ব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও, কোন বিজ্ঞানের চর্চায়, বিশেষ করে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের চর্চায় বাঙালী মুসলমানদের সাধনা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

ঐতিহাসিক কারণেই বাঙালী মুসলমানরা ছিলেন সেকালে বিশেষ অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ। শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ-সুবিধা যেমন তাদের জন্যে অবারিত ছিল না, তেমনি এ ব্যাপারে অনাগ্রহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণও ছিল। শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত, দারিদ্র প্রপীড়িত অনগ্রসর মুসলমান সমাজে স্বভাবতই বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা লাভ ও বিজ্ঞানচর্চা ব্যাপকতা পায়নি। ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদার আগে যে কোনো বাঙালী মুসলমান বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করতে পারেননি, এর কারণ এ থেকেই অনুধাবন করা যায়। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে ১৯২৪ সালে রসায়ন শাস্ত্রে কৃতিত্বের সাথে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। ডক্টর খুদাই মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডিএসসি ডিগ্রীও লাভ করেন।

বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী ও ডক্টরেট লাভের ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞান সাধনায় প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানীবৃন্দের কৃতিত্ব মুসলমানদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জাগানোর সাথে সাথে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবেরও জন্ম দিয়েছিল। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর অসামান্য কৃতিত্ব এ ব্যাপারে হয়েছিল এক বড় অনুপ্রেরণার উৎস। এই পটভূমিতে ১৯২৪ সালে মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদার রসায়নে কৃতিত্বের সাথে এমএসসি ডিগ্রী লাভ, পরবর্তীকালে বিদেশে গিয়ে বিজ্ঞানে ডক্টরেট অর্জন, এবং বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা ও অবদান, তাঁকে সেকালেই এ দেশের মুসলমানদের জন্যে এক গৌরবের প্রতীকে পরিণত করেছিল, তিনি হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তী। বাঙালী মুসলমানরা বিজ্ঞানে কুদরত-ই-খুদার কৃতিত্ব ও সাফল্যকে বলতে গেলে খোদার কুদরত বলেই মনে করতেন। সেকালের পরিবেশ ও পটভূমিকায় বিচার করলে এই ব্যাপারটিকে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা সে থেকেই এদেশের মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসনে অভিষিক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডক্টর খুদা আজীবন বিজ্ঞান চর্চা করেছেন, তিনি চেয়েছিলেন এ দেশের মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ করে মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান চর্চায় নিবেদিত হোক। ১৩৩৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের' বিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে তিনি যে দীর্ঘ অভিভাষণ দেন, তাতে এই স্বজাতিপ্রেমিক কৃতী বিজ্ঞানী বলেন, 'পাশ্চাত্য জাতিসমূহ উন্নতির বিজয়কেতন হস্তে ধরিয়া শনৈ, শনৈ, অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; আমরা কিন্তু জ্ঞানের চর্চা বিস্মৃত হইয়া সর্বতোভাবে পতনের শেষ সীমায় নামিয়া চলিয়াছি। আমাদিগের নিশ্চেষ্ট এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নবীণ উদ্যমের সাড়া কি আজিও জাগিবে না? পঙ্গমনে আশার বাণী শোনাইয়া, আমি যদি রাজপুতনার চারণ কবিদিগের ন্যায় নিশ্চেষ্ট দেহে যৎসামান্য কর্মপ্রীতি জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হই, তাহা হইলেই আমার এই চেষ্টা সার্থক জ্ঞান করিব। সমাজের বড় দুর্দিন যে আজ আমাদের সামর্থ্য থাক বা নাই থাক, সকলেই রাজনৈতিক সাফল্যে উদ্যত। কিন্তু সমাজের—তথা দেশের সাক্ষাকার শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে বিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ কথাটি আমাদের কয়জনের মনে উদিত হয়? এ সম্বন্ধে আমার হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সামান্য জাগরণ আসিয়াছে সত্য, কিন্তু হতভাগ্য আমরা মুসলিমবৃন্দ 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছি।'

বিজ্ঞান শাখার সভাপতির সুদীর্ঘ ভাষণে ডক্টর কুদরত-ই-খুদা বিজ্ঞানে মুসলমানদের ঐতিহাসিক অবদানের ওপর আলোকপাত করে সেদিন উপমহাদেশের মুসলমানদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'এসব বাংলার তথা ভারতের মুসলিম যুবকবৃন্দ, তোমাদের চেষ্টায় সেই বিজ্ঞানের অনন্দ হয়তো আবার এই হীন গৌরব সর্বহারা মুসলিম সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিবে। তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক, সাধনা সত্য হউক, চেষ্টা তোমাদের সুফল মন্ডিত হউক।' [মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৩৯]। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞানের চর্চার কুদরত-ই-খুদার সাধনা এবং সাফল্য মুসলিম সমাজের মুখ উজ্জ্বল [illegible]

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5.11.77 ... পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 7 ...

রেছে। সুদীর্ঘকাল আগে তিনি যে সাধনার পথে আহবান জানিয়েছিলেন, সেই পথ ধরে তাঁর উত্তরসূরীরা বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা লাভ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এ কালে অনেক বিজ্ঞানীই অর্জন করেছেন প্রশংসনীয় সাফল্য ও কৃতিত্ব।

শুধু বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও তিনি অন্যতম পথিকৃত। মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা তিনি দীর্ঘকাল আগেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। আগেই বলেছি, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। বাঙালী মনীষীরা এর আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে। মুসলমানরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করেন আরও পরবর্তীকালে, যদিও তাদের মধ্যেও এর আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়েছিল সেকালেই। প্রায় (১০-এর পৃঃ দ্রঃ)

(৮-এর পৃঃ পর)

শতবর্ষ আগেই মুসলিম বিদ্বজ্জনমন্ডলী বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অর্ধশতকেরও অধিককাল আগে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মোহাম্মদ মেহের চাঁদ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন এবং আরও অনেকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করেন। তবে, তাঁদের রচনার প্রধান উপজীব্য ছিল বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের অবদান। সম্ভবত মুসলমানদের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদাই প্রথম বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্য বই রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য যে ১৩৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ নামে যে পুস্তিকা সিরিজ প্রকাশিত হয়, কুদরত-ই-খুদা ছিলেন তার অন্যতম লেখক। সেকালে বিশ্বভারতী থেকেও বাংলায় লেখা তাঁর একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

সুদীর্ঘকাল আগে থেকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা এবং প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করে ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা এক্ষেত্রে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন। একালে যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করছেন, ডক্টর খুদা ছিলেন তাঁদের অন্যতম আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা অবিস্মরণীয়।